কয়েন

হুমায়রা স্যারন

তাম্রলিপি

লেখকের কথা

মিউজিক্যাল ডায়নামিকস্-এ কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল তার নির্ধারক কে?

বিখ্যাত কেউ বলেছিলেন সুরের ক্ষেত্রে স্থানের চাইতে সময়ের মহিমা বেশি।

'গানটা খুব সুন্দর'—কথাটা এক জীবনে আমরা সবাই হয়তো বলেছি। তবে সুরের মেলোডি আর টেক্সচারের পেছনে কী লুকিয়ে আছে তা শুধু সেই সুরের প্রাণদাতা জানেন। ব্রহ্মাণ্ডের একটা প্রাণের পেছনে কত অসংখ্য প্রাণের অবদান। আর ব্রহ্মাণ্ডের সুরের একটা ছোট্ট নোটের পেছনে কত লক্ষ কোটি উপাদানের চক্র বিরাজমান।

কয়েন গল্পে এক সাধক রয়েছেন যিনি তার সাধনার মাধ্যমে সুরের শক্তির গোপন রহস্য খুঁজে পেয়েছিলেন। জেনেছিলেন সে শক্তির ব্যবহার। যা কিছু এনার্জি সে তো ব্যবহারের জন্যই সৃষ্ট। নিরাকার থেকে রূপ ধারণ।

সুর অবিনশ্বর।

যেমনটা প্রকৃত সুর স্রষ্টা। মহান সৃষ্টিকর্তা।

MUSIC IS THE STRONGEST FORM OF MAGIC

—MARILYN MANSON

দ্য হার্ট ব্রেক	১৪
দ্য মিউজিশিয়ান	১৮
শখের খঞ্জর লাখ টাকা	২৩
দ্য পারফেক্ট ওয়ান	২৮
ভালোবাসা আর প্রথম বাদ্যযন্ত্র	৩১
সার্চ দ্য আননোউন সং	৩৩
মানুষের মাংস তিতা	৩৫
ব্ল্যাক ফেদার	৪১
বিষ্ণু বধ	৪৬
রক্ত নাকি আবেগ বড়ো	৫১
দ্য গড আহেড অব হিজ টাইম	৫৪
কালভৈরব	৫৯
প্রথম সন্ধ্যা	৬৪
দ্য ব্লু স্টোন	৬৭
নিশিরাতে চাঁদ ভালে সুর্য	৬৯
সুফি মন্দির	৭২
মাস্টার অব কয়েন	৭৫
বিশৃঙ্খলাই শক্তি বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি	৭৮
বিষণ্ণতার শক্তি	৮২
দ্য গ্রিড	৮৪

বিষ্ণু দেখলেন প্রতিটা সাপ বিশাল বড়ো বড়ো হাঁ করে মোহর গিলছে।

জানালার শিক গলিয়ে একের পর এক সাপ ঘরে ঢুকছে। অদূরেই মেঝেতে তার স্ত্রীর নিথর শরীর পড়ে আছে। সাপগুলো তার শরীরের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে ঘরের কোণে জড়ো হলো, যেখানে মোহরের ঘড়গুলো থরে থরে সাজানো।

সেখানে আরও একদল সাপ মোহর গিলছে। এবার শুরু হলো সাপেদের যুদ্ধ। এ-তার মুখ থেকে মোহর কেড়ে নিচ্ছে। ঘড়ার ওপর আধিপত্য লাভের আশায় কয়েকটি আবার নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল।

ভুল। সব চোখের ভুল।

মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে তার মাথা গুলিয়ে গেছে। বাস্তবে এমনটা কিছুতেই হতে পারে না। তা জানা সত্ত্বেও তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

একবার শেষ চেষ্টা হিসেবে মোহরগুলো রক্ষার্থে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি একটা আঙুলও নড়াতে পারলেন না।

তার ইচ্ছে হলো সাপগুলোকে তলোয়ার দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে তাদের পেট থেকে মোহর উদ্ধার করেন। শুধু সাপ কেন, এ কোনো মানুষের বাচ্চা হলেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

কিন্তু ভাগ্য, এই প্রদেশের একজন ক্ষমতাশালী জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তার আজ কিছুই করার নেই। যতক্ষণ তার এই দেহে প্রাণের বিন্দুমাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট আছে তাকে এই বীভৎস দৃশ্য চেয়ে দেখতেই হবে।

নিজের প্রাণের চাইতেও প্রিয় মোহরগুলো একদল খ্যাপাটে সাপের পেটে চলে যাচ্ছে, এই দুঃখ মনে নিয়ে জমিদার বিষ্ণু দেহ রাখলেন।

***

দ্য হার্ট ব্রেক

দর্শিকা চিঁত হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে সিলিং ফ্যানের দিকে। স্থির হয়ে থাকা ফ্যানের মাঝের ছোট্ট আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে।

পরনে গোলাপি কামিজ, এলোমেলো চুল। তার শ্যামবর্ণের মুখটা চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে গিয়েছে। গত রাতে কান্নাকাটির কারণে চোখের নিচে কালি পড়েছে। নিজেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা জ্যান্ত ভূত।

এক জীবনে মানুষের অসংখ্যবার এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্ত পেরুতে হয়। না চাইতেও বারবার করতে হয় নিজের সবচাইতে অপছন্দের কাজটি। এই যেমন এখন করতে হবে।

ঘুম থেকে উঠেই তার মনে পড়ল, কাল সন্ধ্যায় নামিরের বাসায় সে ফাইল ভর্তি টোট ব্যাগটা ফেলে এসেছে। খুব জরুরি কাগজপত্র না হলো সে কোনোদিনই ওই বাড়িতে পা রাখত না।

মানুষটার সাথে আর কখনোই দেখা হবে না ভেবে রাতে সে চোখভর্তি পানি নিয়ে ঘুমিয়েছে। আজ সকাল হতে না হতেই আবার তার মুখদর্শন করতে হবে। এর চাইতে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি আর কী হতে পারে তার জানা নেই। সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষের ধৈর্যের এমন পরীক্ষা নেন? এইসব ভাবতে ভাবতে আবার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে।

যার জন্য এত কষ্ট পাওয়া সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে তানপুরা সাঁঝতে বসে গেছে। মানুষের মায়া তাকে স্পর্শ করে না। তার উচিত সংসার জগতের এসকল তুচ্ছ বিষয় যেমন প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে ইত্যাদি বাদ দিয়ে হিমালয়ের সন্ন্যাসী হয়ে বাকি জীবন পার করে দেওয়া।

দর্শিকা গা ঝারা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাহ্। সাতসকাল কাঁদতে বসলে হবে না। একজন গান বাজনার বাইরে বাস্তব জীবন নিয়ে কিছুই চিন্তা করতে পারবে না। তার জন্য কী কারণে সে কেঁদেকেটে চোখ ব্যথা করতে যাবে?

হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হবার পর সে নিজের জন্য এক কাপ চা বানাল। কড়া দুধ চায়ের ওপর এক চামচ গ্রিন-টি ছিটিয়ে দিলো। তারপর শালটা গায়ে জড়িয়ে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে বসল।

শীতের ভোরে খালি পেটে ধোঁয়া ওঠা গরম চা খেলে তার মন আপনা থেকেই ভালো হয়ে যায়। বারান্দা থেকে দেখা যায় ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে ভীষণ বেগে ছুটতে থাকা যানবাহনগুলো। দোলনায় বসে গ্রিলের ওপাড়ে ব্যস্ত শহরের দৃশ্য দেখতে দেখতে তার মনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

তবে আজকে চা-টা বিস্বাদ লাগছে। এত যত্নে বানানো চা কেবল মনের উদাসীনতার কারণে খেতে ভালো ঠেকছে না। এর কোনো মানে আছে? মনে হচ্ছে চায়ের মধ্যে কেউ পাটের বীজ গুলে দিয়েছে।

সে জানে এই তেতো স্বাদ হয়তোবা একাকিত্বের।

কোথা থেকে উড়ে এসে একটা কাক বারান্দার গ্রিলে বসে তারস্বরে ডেকে উঠল। চমকে উঠল দর্শিকা। তার হাতের কাপ থেকে চা ছলকে গায়ের ওপর পড়ল। মুহূর্তে ফ্রেঞ্চ গোলাপি রঙের জামায় চায়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অলক্ষুনে পাখি কোথাকার। এই কাক আবার তার প্রেমিকের খুব পছন্দের। ওহ, প্রেমিক নয় প্রাক্তনের।

গত বর্ষায় তারা বৃষ্টিভেজা নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটছিল। কতগুলো দাঁড়কাক একটা গাছের ডালে বসে গা শুঁকাচ্ছে। তাকে গান শোনানো শেষে নামির বলেছিল,

মেয়ে তুমি জানো, কাক সুরের দেবতার কাছে কতটা স্বর্গীয় আর পবিত্র জীব।

কাক পবিত্র?

হ্যাঁ।

তাও কিনা আবার যে সুরের দেবতা তার কাছে?

সে হেসে ফেলল, হ্যাঁ।

সব সুরস্রষ্টা মানুষ আর দেবতারা একই রকম। তাই না?

কেমন?

পাগলাটে।

হাহা।

হাসছ কি? পৃথিবীতে এত কিছু থাকতে দেবতার কাছে কাক স্বর্গীয়।' সে রাস্তার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখিয়ে বলল,

এই যে, এত সুন্দর একটা গাছ। সে কোন দোষে স্বর্গীয় হতে পারল না আমাকে বলো?

কেন কৃষ্ণচূড়া স্বর্গীয় না হয়ে কাক হলো? এই নিয়ে তার মেজাজ দেখে নামির হাসছে। স্বর্গীয় হাসি। সেদিন তর্ক বন্ধ করে দর্শিকা অপলক দেখছিল তাকে। এ কার হাসি? কোনো মানুষের না দেবতার?

শুধু কাক নয় কালো বর্ণের যে কোনো জিনিসই তার প্রিয়। এই অশুভ রং যে সারাক্ষণ বয়ে বেড়ায় সে অমঙ্গল বয়ে আনবে না তো কী? এইতো কিছুদিন আগের কথা, কার কাছ থেকে যেন একটা হার্প জোগাড় করল।

প্রাচীনকালের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্র কেউ একসময় ইজিপ্ট থেকে বয়ে এই দেশে নিয়ে এসেছে। কালো বিদঘুটে একটা সাপের গায়ে স্ট্রিং আঁটা। এই জিনিস আবার কাঁধে হেলান দিয়ে বাজাতে হয়।

কেন যে খুঁজে খুঁজে এইসব অলক্ষুনে জিনিসপত্র তাকে জোগাড় করতে হবে। যে লোকটা বিক্রি করল, সে নির্ঘাত বুঝতে পেরেছে এই জিনিস অভিশপ্ত। নাহলে ইজিপ্ট থেকে পয়সা দিয়ে বয়ে নিয়ে আসা ইন্সট্রুমেন্ট, কেউ কেন এতো অল্প দামে বিক্রি করতে যাবে?

ধুর। সাত সকালে এসব কী ছাইপাঁশ ভাবনা নিয়ে সে বসেছে। নিজের ওপর রাগ হলো তার। চায়ের দাগ এঁটে যাওয়া জামার দিকে তাকিয়ে রাগটা আরও মাথায় চড়ে গেল।

রান্নাঘরের সিঙ্কে চায়ের কাপ রেখে বেড়িয়ে এসে সে দেখল তার মা মেইন ডোর দিয়ে ঘরে ঢুকছে। মাথায় নামাজের হিজাব আর হাতে তসবি।

দর্শিকার মা ঋতু প্রতিদিন ভোরে উঠে নামাজ পড়েন। তারপর পায়ে রানিং শু গলিয়ে তসবি হাতে হাঁটতে বেড়িয়ে যান।

সাতসকালে মেয়ে ঘুম থেকে উঠে গায়ের জামায় চা মেখে অপ্রকৃতস্থের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি খুব বেশি অবাক হলেন না। মেয়ে তার বাবার মতোই বদমেজাজি আর পাগলাটে স্বভাবের হয়েছে। তিনি তাদের কার্জকলাপে অভস্থ।

কী রে? আজ এত সকাল সকাল উঠেছিস? শরীর খারাপ নাকি?

না।

কিছু খাবি?

খিদে নেই।

পরোটা করে দিই?

একবার বলেছি তো খাব না।

জামা চেঞ্জ করে আয়। আমি চা করছি।

দর্শিকা কিছু বলল না। মায়ের কথামতো ঘরে গিয়ে জামা পাল্টে এসে দেখে টেবিলের ওপর টি-পটে চা রাখা। পাশে একটা কালো রঙের সিরামিকের কাপ। সে কাপটা সরিয়ে রেখে স্বচ্ছ পানির গ্লাসে চা ঢেলে নিল।

আগের মতোই এবারও চায়ে সে স্বাদ পেল না। কিন্তু মায়ের হাতে তৈরি বলেই হয়তো চায়ে চুমুক দিয়ে তার মন খানিকটা শান্ত হলো। চুপচাপ ডাইনিং হলো বসে সে মাকে লক্ষ করছে।

ঋতু একটা ট্রেতে করে নিজের আর মেয়ের জন্য নাশতা নিয়ে এলেন। তুলতুলে ঘিয়ে ভাজা পরোটা, সাথে গাজর ক্যাপসিকাম আর সসেজভর্তি অমলেট।

দর্শিকা চা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'মা আমি খাব না।' বলে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকে দিলো।

ঋতু বিরক্ত হয়ে বন্ধ দরজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেয়ের যথেষ্ট বয়স হয়েছে কিন্তু ছেলেমানুষি স্বভাব গেল না। এখন আর এসব যন্ত্রণা ভালো লাগে না। তিনি আরেকটা চেয়ার টেনে তাতে পা উঠিয়ে বসলেন। তারপর আয়েশ করে পরোটা অমলেট মুখে পুরলেন।

***